Sanatan Dharma

হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র এর উৎপত্তি কি করে হল???

তাহলে এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র যদি অশাস্ত্রীয় হয় তবে এর উৎপত্তি কি করে হল???

উত্তর যারা আসলেই ব্রাহ্মণ নয়, যাদের মধ্যে প্রকৃত ব্রাহ্মণ হবার বৈশিষ্ট্য ছিল না, সেই সব অত্যাচারী ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হবার ভেক ধরে মধ্যযুগে সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে জাতভিদে প্রথা দ্বারা সাধারণ মানুষকে ঈশ্বরের উপাসনা থেকে বঞ্চিত করতো, লাঞ্ছিত হতে হতো নির্দোষ নিরিহ সাধারণ সনাতন হিন্দুদের। তাছাড়া তখন "মুসলিম" দের প্রভাব ছিল। তাই ব্রাহ্মণ দের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তারা "মুসলিম"দের প্ররোচনায় পড়ে ইসলাম মতবাদ গ্রহণ করে নিতে শুরু করেছিল।এটি রুখতে চৈতন্যদেব এগিয়ে এসেছিলেন, যিনি সমস্ত জাতভিদে কে দূরে সরিয়ে সমস্ত সাধারণ সনাতনীদের কে সনাতন ধর্মতে টিকিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন।

মানুষ কে ভগবানের পথে চালিত করবার জন্য তৎকালীন সময়ে তিনি এমন একটি কৌশল অবলম্বন করেন যা তৎকালীন সময়ে মানুষের ধার্মান্তকরণকে রোধ করতে পারে।

যাতে সনাতনধর্মীরা ধর্ম ত্যাগ না করেন এবং সংঘবদ্ধ হন। তিনি যেভাবে মানুষ কে মাতোয়ারা করতেন তার মূল কারন হল নাম সংকীর্তন। এই নামসংকীর্তনের শব্দ গুলি হল - “হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে”

এই নামসংকীর্তনের "হরেকৃষ্ণ" শ্লোক টি চৈতন্যদেব কোথা থেকে পেয়েছিলেন ?

উত্তর প্রাচীন কাল হতেই ১০৮টি উপনিষদ কে মান্য করা হয়ে আসছে, সেই ১০৮টি উপনিষদের মধ্যে একটি উপনিষদের নাম ছিল কলিসন্তরণ উপনিষদ। যার অর্থ "কলিযুগে সাঁতার কাটা" ।

প্রকৃতপক্ষে "আসল কলিসন্তরণ উপনিষদ" - এ যজুর্বেদের রুদ্রসূক্ত "শতরুদ্রিয়" ও তার মধ্যে থাকা "নমঃ শিবায়" মহামন্ত্রকে কলিযুগের একমাত্র মুক্তির পথ বলে ঘোষণা করা আছে।

কিন্তু , চৈতন্যদেব এই কলিসন্তরণ উপনিষদের নামে আরো একটি কলিসন্তরন উপনিষদ রচনা করান। যা সম্প্রদায়গত অবৈদিক গ্রন্থ, নাম মাত্র উপনিষদ এটি। এককথায় বলা যায় **"নকল কলিসন্তরন উপনিষদ"** এটি।

এই নকল কলিসন্তরণ উপনিষদেই লেখা হয়েছে

"হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে"

চৈতন্যদেব এই "নকল কলিসন্তরন উপনিষদ"-এর শ্লোকটিকে নিয়ে উল্টে দেন, প্রথমদিকে "হরে কৃষ্ণ" কে নিয়ে আসেন ও শেষে "হরে রাম" করে দেন।

তখনকার দিনে ব্রাহ্মণ্যবাদের অত্যাচারে সাধারন মানুষ বেদ পড়তে পারতেন না, সাধারন মানুষের অধিকার দেয়া হত না, বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করার বা শোনারও

Published on: Aug, 04 2023 14:40

অধকিার ছলি না। তাই চতৈন্যদবে মধ্যযুগে রচতি নতুন কছিু শ্লোকরে দ্বারা তরৈি নকল কলরিসন্তরন উপনষিদ কে ব্যবহার করনে। এই উপনষিদ বদেরে কোনো অংশ নয়।

তথাকথতি ব্রাহ্মণবশেধারী অত্যাচারী ব্যক্তরিা দখেলনে যে সাধারণ মানুষ কাল্পনকি "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ" নাম করছে তাই এটাকে তারা তমেন গুরুত্বই দলিনে না। এর ফল স্বরূপ মানুষ ভগবানরে নাম শোনার জন্য এই দলে সামলি হতে থাকে।কারন সইে সময়ে সঠকি বদেজ্ঞানরে সাথে ভগবানরে ভক্তি করার উপায় ছলি না ব্রাহ্মণ্যবাদীদরে জন্য। তাই তারা চতৈন্যদবেরে প্রচার করা হরে কৃষ্ণ মন্ত্র কইে ঈশ্বররে নাম ভবেে ভক্তরি সহতি তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে থাকনে ও পরবর্তী কালে চতৈন্যদবেরে প্রতি ভক্ততিে তাকে শ্রীকৃষ্ণরে অবতার বলে প্রচার করতে থাকে। এই ভাবইে তনিি মহাপ্রভুতে পরনিত হয়ে কৃষ্ণ অবতার বলে পরচিতি হতে থাকনে সমাজে। এইভাবইে হরে কৃষ্ণ মন্ত্র হয়ে ওঠে লোকবশি্বাস মতে, মহানাম।

চতৈন্য দবে যদি এটা নগিীড়তি মানুষরে জন্য এমন হরে কৃষ্ণ নামক ষোলো নাম বত্রশি অক্ষর প্রচার করে থাকে তাহলে আপনারা আপত্তি কনে করছনে???

উত্তর: এটা তৎকালীন সময়ে মানুষরে জন্য করা হয়ছেলি, ঠকি কথা। কন্তিু বর্তমানে এই অশাস্ত্রীয়. "হরে কৃষ্ণ" কে বশি্বাস করতে গয়িে আসল শাস্ত্ররে মহামন্ত্র কে অপমান করে চলছেে এই সব ভকেধারী বষৈ্ণবরো।

তারা দনিরাত শবি দুর্গার নন্দিা করছে, সব জায়গায়. সব অনুষ্ঠানে "হরে কৃষ্ণ" গাওয়ার জন্য বাধ্যতামূলক নয়িম তরৈি করছে, তার ফলে শাস্ত্ররে নদিশে লঙ্ঘন হচ্ছে।

কউে যদি ব্যক্তগিতভাবে হরে কৃষ্ণ শ্লোক কে বশি্বাস করনে তবে সখোনে আমাদরে কছিু বলার নইে। কন্তিু মনে রাখতে হবে, যারা শাস্ত্রকে না মনেে নজিরে ইচ্ছমেতো অশাস্ত্রীয়. পথে চলতে থাকনে তাদরে কোন গতি হয়. না , এটাই ভগবদ্গীতার ১৬তম অধ্যায়রে ২৩নং শ্লোকে বলা হয়ছে।

তাই শাস্ত্র অনুযায়ী চলতে হবে সনাতনীদরে। নজিরে আবগে অনুযায়ী নয়., অশাস্ত্রীয়. পথে নয়। কারণ, হরে কৃষ্ণ নামক শ্লোক যে কলরিসন্তরণ উপনষিদ নামক গ্রন্থে আছে তা বদেরে অন্তর্ভুক্ত নয়., এটি নকল কলরিসন্তরণ উপনষিদ।

Published on: Aug, 04 2023 14:40